শ্যালিকা রেবা চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

বারাকপুর

সোমবার জুলাই ১৯৪৯

কল্যাণীয়াষু,

দুনু, তোমাদের পত্র পেয়েছি। বাবলু ভালো আছে। সে আজকাল কথার খই ফোটায়। বলে—গাড়ি ডাকো, শ্বশুরবাড়ি যাই। মাঝে মাঝে ডাকে—দুনু। সেদিন কাপড়-কাটা একখানা বড় কাঁচি হাতে নিয়ে বলছে—দুনু মাসির কাঁচি। আর কেবল ডাকে—প্রফুল্ল আর ছোট মামা।

আমরা ঘাটশিলা যেতে শ্রাবণের মাঝামাঝি। কারণ এখন সার্ভে হচ্চে—জমিজমা ঠিক করে নিতে হবে। না থাকলে সব গোলমাল হবে।

খোকার পাসের ফল বেরিয়েচে? রেশন শপের কি হল? মায়াদি ও খোকা কি এখনো রাঁচি থেকে আসেনি?

অন্ন তার কাজের জন্য বিশেষ করে অনুরোধ জানাচ্চে। তুমি মায়াদিকে বলবে অন্নর জন্যে তাদের কলেজে একটা কাজ করে দিতে। আমি মায়াদিকে এজন্য বলতাম—কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হওয়া দায়। অন্নর খুব ইচ্ছা সে মায়াদির স্কুলে চাকুরি করে।

মাইকেল চক্কত্তি কাল এখানে এসেছিল। সে তোদের কথা বল্লে।

বাবলু হঠাৎ আমাকে কাল "মেজদা" বলে দেখি ডাকচে।

বাবা—মেজদা—বাবা—মেজদা। মেজদা কে রে? বলবে—বাবা—বাবা।

মাকে প্রণাম দিয়ো। তোমার বাবাকে সভক্তি প্রণাম দিয়ো। তুমি ও বালকবালিকাগণ আশীর্বাদ দিয়ো। ইতি—

মেজদা

পুঃ। তোমার মেজদি ও বাবলু এখনো ঘুমুচ্চে। অন্নর কাজটি যাতে হয়, তুমি মাকে বলবে মায়াদিকে বিশেষ করে চেষ্টা করতে।